ওরাও ক্রিকেটার

ক্রিকেটের পঞ্চ পাণ্ডব। উত্তর–পূর্বের রাজ্যগুলির ওরা পাঁচ ক্রিকেট ফেরিওয়ালা। কেউ ব্যাট হাতে, তো কেউ কোচিংয়ে স্বপ্ন ফেরি করছে। ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসার টানে নিজেদের পেশা ছেড়ে মাঠে নেমে ঘাম ঝরানোর রিয়েল লাইফ কাহিনি নিলয় কর্মকারের কলমে

‘ধন ধনাধন গোল’ সিনেমায় দেখছিলাম ছন্নছাড়া ভিন্ন পেশার ছেলেদের মাঠে ফেরার গল্প। বলিউডি রিল লাইফের এমনই রিয়েল কাহিনি শোনাব আজ। ওরা উত্তর–পূর্বাঞ্চলের রনজি খেলোয়াড়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের নানান পেশায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিল। কেউ ডান্সার, কেউ গিটারিস্ট কিংবা সাংবাদিক। কেউ আবার খেলা ছেড়ে কোচিংয়ে মন দিয়েছিলেন। কিন্তু সকলকে একতারে বাঁধল ব্যাট, বল, উইকেটের টান।

ডান্সিং ক্রিকেটার

তেচি দরিয়ার ব্যাটে অরুণাচল প্রদেশের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে যে কোনও ফর্মাটে প্রথম শতরান আসে। অথচ গলি ক্রিকেট নয় বরং গলি নৃত্যই তাঁর বেশি প্রিয় ছিল। ২৫–এর তরুণের স্ট্রিট ডান্স, ব্রেক ডান্স, হিপ হপের টানে লক্ষাধিক মানুষ স্টেডিয়াম ভরিয়েছেন। গত দু’বছরে অরুণাচলের দু’দুটি জনপ্রিয় সিনেমার সুপার হিরোর সুঠাম দেহ আর স্টাইলিশ চুলের ছাঁটে ভক্তকুল ফিদা। তারপরেও সব ছেড়ে ব্যাটের টানে মাঠের পানে। সুযোগ করে নিয়েছেন রাজ্যের সদ্যগঠিত রনজি দলে। দিল ‘দরিয়া’ তেচির কথায় ক্রিকেট শুধু খেলা নয়, স্বপ্ন। বেঁচে থাকার রসদ। যে রসের টানে নাচ, অভিনয়ের ব্যস্ত জীবনেও ভোর ৫টায় ঘুম থেকে উঠে ৭টা পর্যন্ত ক্রিকেট অ্যাকাডেমি চালান। ৫০ জনের উপরে শিক্ষানবিশ। অরুণাচল অনূর্ধ্ব ১৯–এর অধিনায়ক অজিত শর্মাও তাঁর ছাত্র। তেচি বলেন, আমি যদি একদিনও ক্রিকেটটা না খেলি তাহলে আমার মাথায় সবসময় ঘুরতে থাকে একটাই মন্ত্র, ‘ক্রিকেট কখনও ঘুমোয় না। ক্রিকেটকে ঘুম পাড়িয়ে রেখো না।’

কোচ যখন খেলোয়াড়

তেচির মতো কোচিংয়ে হাত পাকিয়েছেন হোকাইতো ঝিমোমিও। খেলাটা তাঁর পেশা নয় নেশা। সবুজ ঘাসের গালিচায় ব্যাট, বল, উইকেটের টান নাকি অস্বীকার করতে পারেন না ঝিমোমি। নাগাল্যান্ডের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে ছাপ ফেলেছিলেন এই ছেলেটি। ২০১২–তে অসমের হয়ে রনজি খেলেন। কিন্তু রাজনৈতিক চাপে ফিরে আসতে হয়। তখনই সিদ্ধান্ত, নিজের টাকাতেই গড়ে তোলেন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। লক্ষ্য, ‘আমি না পারি, ভারতীয় ক্রিকেটে নাগাল্যান্ডের ভবিষ্যৎ তৈরি করে দিয়ে যাব।’

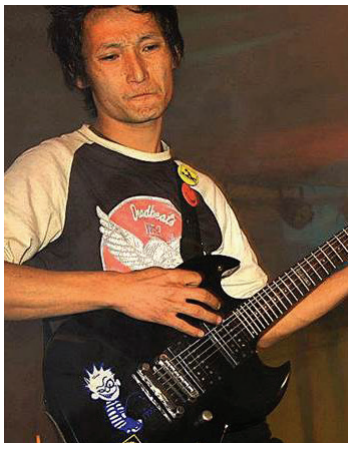

তারপরেই স্বপ্নপূরণের হাতছানি। রাজ্যের রনজি দল গঠন এবং ডাক। বদলে যায় সব। আবার নতুন শুরু...।

কাগুজে বোলার

পেশা ছেড়ে নেশায় মাততে নতুন শুরু করেন সন্দীপ ঠাকুরও। কাগজ,কলম, ডেটলাইন, বাইলাইনের জীবনে ম্যাচ রিপোর্ট করাই যাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল তাঁর সামনে সুযোগ আসে মাঠে নেমে ম্যাচ তৈরি করার। ক্রিকেটার সুবাদে তিনি নিজেই এখন খবরের শিরোনামে। তাঁকে ঘিরে নিত্যনতুন রিপোর্ট জায়গা পাচ্ছে সংবাদমাধ্যমে। অরুণাচল ফ্রন্টের সাংবাদিক সন্দীপ ঠাকুর বলেন, সে সময় ম্যাচ দেখে প্রতিবেদন করার জন্য খুব উত্তেজিত থাকতাম। গত তিন বছর এটাই ছিল রুটিন। কিন্তু এখন বল হাতে সিম আর পেসেই আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ। তাই আপাতত সিটিজেন জার্নালিজমেই থাকতে চাই।

‘ডেলিভারি’ বয়

আইজলের বাসিন্দা মারিমা ছিলেন শ্রমিক। বর্ডার থেকে আসা চিনা ইলেকট্রনিক সামগ্রী প্যাকিং, লোডিং–আনলোডিং এবং ডেলিভারি করার দায়িত্বে ছিলেন মারিমা। কিন্তু বছরে তিনমাস সেসব থেকে কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরেই ছিল তাঁর বাস। ব্যাট, বল, ক্রিকেট মাঠই তাঁকে আটকে রাখত।

মারিমার কথায়, আর পাঁচজনের মতো আমিও টিভিতেই প্রথম ক্রিকেট দেখেছি। এরপর পাড়ার দু–তিনজন বন্ধুকে নিয়ে গলি ক্রিকেট খেলা শুরু। নিয়মকানুন কেউ প্রায় কিছুই জানতাম না। আজ সেই কিনা রনজি ক্রিকেটার! জাদেজার ভক্ত বাঁহাতি স্পিনার মিজোরামে প্রথম ম্যাচেই তিনটি উইকেট নিয়েছিলেন মারিমা। আজ বলই তাকে নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে।

বাইশ গজের রকস্টার

আর এক স্বপ্নের ফেরিওয়ালা লি ইয়ং লেপচা। ক্রিকেটিং রকস্টার বলতে যা বোঝায় ইনি আদতেই তাই। গিটারিস্ট, গায়ক এবং ব্যাটসম্যান। বছর ২৮–এর লি ইয়ং গত পাঁচ বছর ধরে সিকিমের অন্যতম জনপ্রিয় ব্যান্ড ‘ড্যামেজ এরা’–র লিড গিটারিস্ট। শুরু করেছিলেন বেস গিটার দিয়ে। তারপর একের পর এক জনপ্রিয় ব্যান্ডে নিজের শিল্পকলার প্রসার। বিশ্বখ্যাত ব্যান্ডেও লেপচা নিজের কৃতিত্ব রেখেছেন। স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, বাবা আর এক কাকা ক্রিকেট মাঠে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ব্যাট বলের সঙ্গে পরিচয় তাঁদের মাধ্যমেই। সংগীতের দুনিয়াতেও হাতেখড়ি দিয়েছিলেন কাকাই (নর্দেম লেপচা)। নরদেম ছিলেন বিখ্যাত লোকশিল্পী। তাঁর গাওয়া লোকগান আজও প্রতিটি লেপচা পরিবারের বিয়েতে গাওয়া হয়। এই পরিবেশেই বড়ো হওয়া এবং স্বপ্ন দেখা শুরু লি ইয়ংয়ের। তার সার্থক রূপ, ব্যাট হাতে ছন্দে তালে বলার বধ।

‘খেলতে খেলতে’ কেমন লাগছে জানান। অধিক ৫০০ শব্দে ক্রীড়াবিষয়ক লেখাও পাঠাতে পারেন। নাম–ঠিকানা সহ মতামত/লেখা পাঠান
‘খেলতে খেলতে’, ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা–২৬। ই–মেল ঃkheltekhelteubs@gmail.com